সমকাল

তারিখ 05 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

অবরোধে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত

ইবিতে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

■ সাইফুল ইসলাম রাজ, ইবি

আফজাল হোসেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের আল ফিকহ বিভাগের ছাত্র। নয় বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও তার মাস্টার্স শেষ হয়নি। ২০১০ সাল শেষে তার অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও সে পরীক্ষা হয়েছে ২০১৩ সালে। তবে অনার্স পরীক্ষা হলেও ওই ব্যাচের মানোন্নয়ন পরীক্ষা এখনও শুরু হয়নি। চলতি বছরেও মাস্টার্স সম্পন্ন করতে পারবেন কি-না, তার নিশ্চয়তা নেই। এই সেশন জটকে এখন বাড়িয়ে দিচ্ছে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। আফজাল সমকালকে বলেন, 'খুব কষ্টে আছি। নিজেকে ছাত্র পরিচয় দিতে লজ্জা লাগে।'

ইংরেজি বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র জাহিদুল ইসলাম জানান, তিনি ভর্তি হয়েছেন পাঁচ বছর আগে। কিন্তু এখনও তৃতীয় বর্ষের গণ্ডি পার হতে পারেননি। জাহিদ তার শিক্ষাজীবন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।

শুধু এ দু'জন নন, সেশনজটসহ নানা কারণে শিক্ষাজীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষার্থী। অবরোধ-হরতালসহ রাজনৈতিক উত্তেজনা; বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতার কারণে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকা, ক্লাস-পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষকদের উদাসীনতার কারণে সেশনজট বেড়েই চলেছে।

অনার্স-মাস্টার্স শেষ হয় না ৯ বছরেও

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদের অধীন ২২টি বিভাগের মধ্যে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ছাড়া অধিকাংশ বিভাগে দেড় থেকে দুই বছরের সেশনজট আছে। কোনো কোনো বিভাগে তিন থেকে চার বছরের সেশনজটও আছে। সেশনজটের কারণে অনার্স শেষ করতে পাঁচ থেকে ছয় বছর ও মাস্টার্স করতে দেড় থেকে দুই বছর লাগছে। চলতি শিক্ষাবর্ষসহ আইন বিভাগে বর্তমানে ব্যাচের সংখ্যা আটটি। বিভাগের ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। আল ফিকহ বিভাগে মোট ব্যাচ নয়টি। বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ানিং, কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, আল-কোরআন ও আল-হাদিস বিভাগে সাত থেকে আটটি করে ব্যাচ রয়েছে।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র মিফফাদ রহমান সমকালকে জানান, তৃতীয় বর্ষ শেষ হতে দুই বছর লেগেছে। গত বছরের এপ্রিলে তৃতীয় বর্ষ শেষ হলেও এখনও সপ্তম

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

ইবিতে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সেমিস্টার শেষ হয়নি। একই শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র মারুফ হাসান সিদ্দিকী জানান, গত বছর অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখনও ল্যাব ও মৌখিক পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় মাস্টার্সে উঠতে পারছেন না।

সেশনজটের কারণ হিসেবে দেখা গেছে, শিক্ষকরা সময়মতো তাদের কোর্সের ক্লাস শেষ করেন না। পরীক্ষা হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের নিয়ম থাকলেও ওই নিয়মের কোনো তোয়াক্কা করেন না শিক্ষকরা। কোনো কোনো শিক্ষকের খাতা মূল্যায়ন শেষে তা জমা দিতে ছয় মাস থেকে এক বছর লেগে যায়। অভিযোগ রয়েছে, ঠুনকো অজুহাতে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। বছরের অধিকাংশ সময় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত বন্ধ থাকায় ক্লাস-পরীক্ষাও বন্ধ থাকছে। গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে ক্লাস হয়েছে মাত্র ৪০টি। এর আগে ২০১২ সালে প্রশাসনবিরোধী আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ছয় মাস বন্ধ ছিল। অবরোধের কারণে গত ৯ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দেশের পরিবেশ স্বাভাবিক হলে ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হবে। এরই মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের দুই শতাধিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

সেশনজটের বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকার সমকালকে বলেন, 'সেশনজট আগে থেকেই ছিল। তবে বর্তমানে কিছুটা বেড়েছে। সেশনজটকে যেন অন্ততপক্ষে সন্তোষজনক পর্যায়ে আনা যায়, সে জন্য কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই দ্রুত ক্যাম্পাস খুলে দিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করা হবে।' সেশনজটের জন্য তিনি দেশের পরিস্থিতি, ক্যাম্পাসের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিভাগীয় শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাবকে দায়ী করেন।